উত্তরমালা ঃ

১। গ, ২। ঘ, ৩। গ

ইউনিট ৩

গৃহ সম্পদ

ভূমিকা

মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য যেসব বস্তু যেমন- অর্থ, গাড়ি, বাড়ি, আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম, সময় ও অন্যান্য মালামাল এবং মানবীয় গুণাগুণ যেমন বিদ্যা, জ্ঞান, সামর্থ্য ও দক্ষতা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় তাকে এক কথায় সম্পদ বলা হয়। অর্থাৎ গৃহ তথা পরিবারের সদস্যদের চাহিদা বা প্রয়োজন মেটাতে যা কিছু ব্যবহার করা হয় তাই গৃহ সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। গৃহ সম্পদকে দুভাগে ভাগ করা হয়; যথা মানবীয় সম্পদ ও বস্তুবাচক বা অমানবীয় সম্পদ। এই দু'প্রকার সম্পদ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও নির্ভরশীল। একটির ব্যবহার ছাড়া অন্যটির ব্যবহার সম্পন্ন হয় না।

আলোচনার সুবিধার্থে এই ইউনিটের বিষয়বস্তুকে ২টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে

- পাঠ-৩.১ : গৃহ সম্পদের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ
- পাঠ-৩.২ : মানবীয় সম্পদ ও বস্তুবাচক সম্পদ

পাঠ ৩.১

গৃহ সম্পদের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- পারিবারিক বা গৃহ সম্পদের সংজ্ঞা দান করতে ও ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।
- লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্পদের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- সম্পদের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- সম্পদের প্রকারভেদ করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বস্তুর উপকারিতা ও উপযোগিতার পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সম্পদের সংজ্ঞা

পৃথিবীতে বেঁচে থাকার তাগিদে মানুষের কতকগুলো কাজ সম্পাদন করা একান্ত প্রয়োজন। কাজগুলো সম্পাদন করার জন্য তাদের কতকগুলো জিনিসের উপর নির্ভর করা অপরিহার্য। এই জিনিসগুলোকে এক কথায় সম্পদ বলা হয়। অর্থাৎ জীবন যাপনের প্রয়োজনে আমরা যা কিছু ব্যবহার করে থাকি, গৃহ ব্যবস্থাপনায় তাই সম্পদ রূপে চিহ্নিত হয়। কাজেই সম্পদ বলতে আমরা সে সমস্ত জিনিসকে বুঝে থাকি যা আমাদের অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে। তাই বিশেষজ্ঞদের মতে, সম্পদের অর্থ হল সহায়ক বা মাধ্যম। যা দিয়ে মানুষ তার চাহিদা মেটাতে পারে বা লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। গার্হস্থ্য অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা গৃহ সম্পদের সংজ্ঞা এভাবে দিতে পারি যে, গৃহ তথা পারিবারিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যক্তি যা কিছু ব্যবহার করে থাকে তাকে গৃহ সম্পদ বলে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান বা আশ্রয় ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কতকগুলো জিনিসের উপর নির্ভর করতে হয়। যেমন- প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োজন ঘরবাড়ি, অর্থ, খাদ্যবস্তু, সরঞ্জাম ও অন্যান্য মালামাল। পরোক্ষভাবে প্রয়োজন এগুলো সরবরাহ ও ক্রয় করা, তৈরি করা, ব্যবহার করা ইত্যাদি কাজের জন্য কতকগুলো মানবীয় গুণ যথা- জ্ঞান, দক্ষতা, জ্ঞান ও সময়। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবেই হোক প্রয়োজন মেটাতে যা কিছু ব্যবহার করা হয় তাই গৃহ সম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

সম্পদের গুরুত্ব

আমরা জানি যে গৃহ ব্যবস্থাপনার মূল কথা হল, পরিবারের যা কিছু আছে তার সুষ্ঠু ব্যবহার করে পারিবারিক লক্ষ্য অর্জন করা।

পরিবারে যা কিছু আছে কথাটির অর্থই পরিবারে যা সম্পদ আছে। এই সম্পদের উপর নির্ভর করেই অর্জিত হয় আমাদের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। গৃহ সম্পদের ব্যাপ্তি ব্যাপক- একটি আলপিন থেকে একটি গাড়ি পর্যন্ত। পরিবারে স্থাবর ও অস্থাবর যত জিনিস আছে এবং যেগুলোর ব্যবহারযোগ্যতা আছে, সেগুলো সবই সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। গৃহ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যরা সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। প্রতিটি সদস্যের বুদ্ধি, জ্ঞান, দক্ষতা, যোগ্যতা প্রভৃতি মানবীয় গুণগুলো পারিবারিক চাহিদা তথা লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পরিবারে সম্পদ দৃশ্য ও অদৃশ্যভাবে বিরাজ করে। অর্থ, গাড়ি, বাড়ি, মালামাল ইত্যাদি আমরা দেখতে

পাই, কিন্তু মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি,পারস্পরিক সহযোগিতা, ভালোবাসা, স্নেহমমতা এগুলো দেখা যায় না, কেবল প্রকাশ করা যায় ও উপলব্ধি করা যায়।

সব পরিবারেই কমবেশি সম্পদ আছে। যে পরিবার তাদের সম্পদ ঠিকমত শনাক্ত করতে পারে না এবং ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন না তারা সহজে অভিষ্ট লক্ষে পৌঁছাতে পারে না। ফলে সেসব পরিবারে সম্পদের অপচয় হয়। তারা সঠিকভাবে চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়। পক্ষান্তরে সম্পদের সুষ্ঠু ও সঠিক ব্যবহার করার ফলে অনেক অভাব দূর করা যায় এবং সাফল্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়।

সম্পদের বৈশিষ্ট্য

গৃহ সম্পদের কতকগুলো মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা সকল সম্পদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেমন-

১. উপযোগিতা বা উপযোগ

সম্পদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর উপযোগিতা বা ব্যবহারযোগ্যতা। কমবেশি উপযোগিতা সব সম্পদেরই আছে। উপযোগিতার অর্থ হল সম্পদের চাহিদা পূরণ করার ক্ষমতা বা গুণ। অর্থাৎ কোন দ্রব্য ও সেবাকর্মের মধ্যে চাহিদা পূরণ করার যে ক্ষমতা বা গুণ আছে, সেই গুণ বা ক্ষমতাকে উপযোগ বলে। অন্যভাবে বলা যায় যে, উপযোগ হল জিনিসের সেই গুণ যা দিয়ে জিনিসটি মানুষের চাহিদা পূরণে সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়, এককাপ চা পান করে আমরা যে তৃপ্তি পাই, চায়ের এই তৃপ্তি দান করার ক্ষমতাই হল এর উপযোগ। তবে দ্রব্যের উপকারিতা ও উপযোগিতা এক কথা নয়। যেমন- সিগারেট, মদ ইত্যাদি। এর ব্যবহারে কোন উপকারিতা নেই বটে তবে যে পান করে তার কাছে পণ্যটির তৃপ্তি দেয়ার ক্ষমতা আছে।

২. ক্ষমতাধীন

সম্পদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এটা ক্ষমতাধীনে থাকতে হবে। সম্পদকে যদি কোন অধিকার দিয়ে কাজে লাগানো না যায়, তবে সেটা তার কাছে সম্পদ নয়। তবে তা অন্যের সম্পদ হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ আমার ভাই এর অনেক অর্থ থাকলেও তা আমার সম্পদ না। কেননা লক্ষ্য অর্জনের জন্য অপরের সম্পদ স্বাধীন ভাবে ব্যবহার করা যায় না। ব্যবহার করতে হলে ক্ষমতাধীন হতে হবে অর্থাৎ সম্পদের উপর অধিকার থাকতে হবে।

৩. সম্পদের সীমাবদ্ধতা

সম্পদের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর সীমাবদ্ধতা অর্থাৎ সম্পদ সীমিত। তবে সম্পদের সীমাবদ্ধতা অনেকাংশে আপেক্ষিক। স্থান কাল পাত্র ভেদে এর তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন পানি। নদীমাতৃক এই দেশের গ্রামাঞ্চলে পানির অভাব নেই বটে, তবে কোন স্থানে পানির অপর্যাপ্ততা এবং অভাব লক্ষ্য করা যায়।

৪. সম্পদের আদান-প্রদান যোগ্যতা

সম্পদ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও নির্ভরশীল। সংসারে বা পরিবারে বিভিন্ন সম্পদ এক সঙ্গে ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করা যায়। সাধারণত আমরা কোন কাজ করতে শুধু একটি সম্পদের উপর নির্ভর করতে পারি না। একটির ব্যবহারে আনুষঙ্গিক সম্পদের ব্যবহার অনিবার্য হয়ে পড়ে। যেমন বাড়িতে ফল, শাক- সবজির বাগান করতে শুধু অর্থই নয় সাথে সময়, জ্ঞান ও শক্তির প্রয়োজন হয়।

সম্পদের প্রকারভেদ

সফল গৃহ ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল পরিবারের বিভিন্ন প্রকার সম্পদকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা। গৃহ ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পদকে মূলত দু'ভাগে ভাগ করা হয়। একটি মানবীয় সম্পদ এবং অন্যটি বস্তুবাচক সম্পদ নামে অভিহিত। নিচের চার্টে সম্পদের নাম ও উদাহরণসহ পারিবারিক বা গৃহ সম্পদের প্রকারভেদ দেখানো হল:

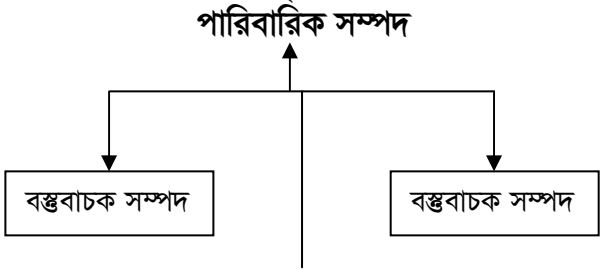

সম্পদের নাম	উদাহরণ	সম্পদের নাম	উদাহরণ
শক্তি	চলাফেরা, খেলাধুলা নানারকম কাজের জন্য শক্তি	অর্থ	বেতন, মজুরি, সঞ্চয় ও অন্যান্য উৎস থেকে আয়
জ্ঞান-বুদ্ধি	গৃহসামগ্রী ক্রয়, নির্বাচন সম্পর্কে তথ্য জানা সদস্যদের সমস্যা জানা ও সমাধানের জন্য বৃদ্ধি ও জ্ঞান	বস্তু	খাদ্যবস্তু, গাড়ি, বাড়ি, সরঞ্জাম, আসবাবপত্র ইত্যাদি
দৃষ্টিভঙ্গি-মনোভাব	সমঝোতার মনোভাব, পরিবর্তনকে মেনে নেয়ার দৃষ্টিভঙ্গি।	সামাজিক সুযোগসুবিধা	ডশক্ষা প্রতিষ্ঠান, পার্ক, লাইব্রেরি, হাসপাতাল, বাজার, গ্যাস, বিদ্যুৎ ইত্যাদি
দক্ষতা	গৃহকর্মে দক্ষতা, পোশাক তৈরি করার দক্ষতা, গান গাওয়ার দক্ষতা ইত্যাদি।	জায়গাজমি বা স্থান	খেলার মাঠ, কৃষি খামার করার জায়গা, বাগান করার জমি বা জায়গা, পুকুর দিঘি ইত্যাদি।
আগ্রহ	সবজি ও ফুলের বাগান করার, ঘর সাজাবার আগ্রহ।		
গময়	সবজি ও ফুলের বাগান করার, ঘর সাজাবার আগ্রহ।		
গময়	এক মূহূর্ত, এক ঘন্টা, এক মাস, বছর		

বিচক্ষণতা	গমস্যা চিহ্নিত করা ও সমাধানে বিচক্ষণতা		
ভালোবাসা ও সহযোগিতা	কাজে সাফল্য অর্জনে উৎসাহ ভালোবাসা ও সহযোগিতা।		

উপরের চার্টে লক্ষ্য করা যায় যে, সময়কে একটি মানবীয় সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রতিটি মানুষের সময়ের উপর সমান অধিকার রয়েছে। এর কোন ব্যতিক্রম নেই, ধনী-দরিদ্র, উঁচু নিচু সব সমাজের মানুষেরই দিনের ২৪ ঘন্টা সমানভাবে হাতে থাকে, যদিও এর ব্যবহারে ব্যতিক্রম রয়েছে। যাহোক গৃহ ব্যবস্থাপনা বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ সময়কে মানবীয় সম্পদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সারাংশ

গৃহের যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য বস্তুগত ও অবস্তুগত যা কিছু ব্যবহার করা হয় তাকে গৃহ সম্পদ বলে। বস্তুগত যেমন অর্থ, সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, মালামাল, ঘরবাড়ি ইত্যাদি এবং অবস্তুগত বা মানবীয় যেমন, জ্ঞান, দক্ষতা, সামর্থ্য, বুদ্ধি, আগ্রহ, কর্মশক্তি ইত্যাদি সবই সম্পদের আওতাভুক্ত। কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের বস্তুগত ও মানবীয় এই দু'প্রকার সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার অপরিহার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সম্পদ বলা হয় কাকে?
   (ক) যা কষ্টে অর্জিত হয় (খ) যার ব্যবহার যোগ্যতা আছে
   (গ) যা যেখানে সেখানে পাওয়া যায় (ঘ) যা সবাইকে দান করা যায়

২. গৃহ সম্পদকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
   (ক) দু ভাগে (খ) তিনভাগে
   (গ) চার ভাগে (ঘ) পাঁচভাগে

৩. পারিবারিক মানবীয় সম্পদ কোনটি?
   (ক) বাড়ি-গাড়ি (খ) অর্থ
   (গ) হাট-বাজার (ঘ) সময় ও শক্তি

৪. সম্পদের বৈশিষ্ট্য কোনটি?
   (ক) উপকারিতা (খ) স্থিতিস্থাপকতা
   (গ) উপযোগিতা (ঘ) নমনীয়তা

৫. গৃহ সামগ্রী কোন প্রকার সম্পদ?
   (ক) প্রাকৃতিক সম্পদ (খ) সামাজিক সম্পদ
   (গ) অর্থনৈতিক সম্পদ (ঘ) পারিবারিক বস্তুবাচক সম্পদ

রচনামূলক প্রশ্ন

১. গৃহ সম্পদের সংজ্ঞা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।
২. গৃহ ব্যবস্থাপনায় সম্পদের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।
৩. সম্পদের বৈশিষ্ট্য উদাহরণসহ বিশ্লেষণ করুন।
৪. গৃহ সম্পদের প্রকারভেদ করুন। চার্টের সাহায্যে উদাহরণ দিন।
৫. বস্তুর উপযোগিতা ও উপকারিতার মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

উত্তরমালা ঃ

১। খ ২। ক ৩। ঘ ৪। গ ৫। ঘ

পাঠ ৩.২

মানবীয় সম্পদ ও বস্তুবাচক সম্পদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- পারিবারিক লক্ষ্য অর্জনে মানবীয় সম্পদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মানবীয় ও বস্তুগত সম্পদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- মানবীয় ও বস্তুগত সম্পদের সম্পর্ক বর্ণনা করতে সক্ষম হবেন।

মানবীয় সম্পদ কী?

পরিবারের প্রতিটি মানুষের অন্তর্নিহিত বিভিন্ন গুণাবলিকে মানবীয় সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একটি পরিবারে একাধিক সদস্য বসবাস করে। গৃহ ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি সদস্যই একটি সম্পদ। প্রত্যেকেই যার যার শ্রম, দক্ষতা, জ্ঞান, বুদ্ধি, নৈপুণ্য, দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাশক্তি, আগ্রহ ও মেধা দিয়ে পরিবারকে সুন্দর ও সচ্ছল করতে চেষ্টা করে। এ সব প্রচেষ্টা ও গুণাবলিই মানবীয় সম্পদ। এসব মানবীয় সম্পদের ব্যবহার দিয়ে পরিবারের প্রতিটি সদস্য নিজের জীবনে আনতে পারে সাফল্য এবং পারিবারিক জীবনকে করতে পারে উন্নত ও সার্থক।

মানবীয় সম্পদের বৈশিষ্ট্য

মানবীয় সম্পদকে স্পর্শ করা যায় না অর্থাৎ এটা স্পর্শনীয় নয়। এই প্রকার সম্পদকে সহজে শনাক্ত করা যায় না। পরিবারের কর্তা, গৃহিণী এবং প্রতিটি সদস্য তাদের আগ্রহ, নৈপুণ্য, মনোভাব, দক্ষতা, বিচারবুদ্ধি, উৎসাহ এগুলোকে সম্পদ হিসেবে চিন্তা করতে অভ্যস্ত নয়। কিন্তু ব্যবস্থাপনায় এগুলো বিশেষ ভূমিকা রাখে। অন্যদিকে পরিবারের সদস্যদের সময় ও শক্তি তুলনামূলকভাবে সুষ্ঠু এবং এর ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক এই দুটো সম্পদের সদ্ব্যবহারের অভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়।

মানবীয় সম্পদ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও নির্ভরশীল। উদহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কোন ব্যক্তির কাজ করার যোগ্যতা ও জ্ঞান আছে, কিন্তু আগ্রহ নেই, ইচ্ছেও নেই। ফলে সে কাজ অসমাপ্ত থেকে যায়। তাই কোন কাজ করার যোগ্যতা থাকলেই শুধু হয় না। সে কাজ সম্পন্ন করার ইচ্ছা বা আগ্রহও তার থাকতে হবে। মানবীয় সম্পদ দিয়ে অমানবীয় সম্পদ অর্জন করা যায়। অর্থাৎ ব্যক্তি তার মানবীয় সম্পদের ব্যবহার করে বস্তুগত সম্পদ লাভ করতে পারে। যেমন ব্যক্তি তার জ্ঞান, বিদ্যা, দক্ষতা ইত্যাদি কোন উৎপাদনমুখী কাজে লাগিয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারে।

মানবীয় সম্পদের গুরুত্ব

নিচে কয়েকটি মানবীয় সম্পদের গুরুত্ব আলোচনা করা হল:

দৃষ্টিভঙ্গি

মানুষের চিন্তাচেতনা, অনুভূতি, বিশ্বাস ও ধারণার সমন্বয়ে তৈরি হয় দৃষ্টিভঙ্গি। এ দৃষ্টিভঙ্গি সবার এক হয় না। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এবং পরিবারে পরিবারে দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্য হয় বিভিন্ন

কারণে। গৃহ পরিবেশে মা-বাবার চিন্তাচেতনা বিশেষ করে সন্তানদের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এছাড়া চারপাশে নানা প্রতিকূল ও অনুকূল পরিবেশ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। কোন কোন ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে জীবনের সাথে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং বাস্তব জীবনের সাথে মোকাবিলা করতে সাহায্য করে। আবার কোন কোন দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ব্যক্তি জীবন যুদ্ধে পরাজিত হয়। ব্যক্তি তার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে স্থির করে জীবনের লক্ষ্য বা চাহিদা। তাই ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জীবনকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে সাহায্য করে।

পারদর্শিতা, দক্ষতা

পরিবারে একেক সদস্যের একেক কাজে আগ্রহ, পারদর্শিতা, দক্ষতা ও নৈপুণ্য থাকে। পারিবারিক লক্ষ্য অর্জনে এই সম্পদগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোকে ব্যবহার করার মধ্যে রয়েছে পরিবারের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি। সংসারে কেউ কেনাকাটায় পারদর্শী, কেউ রান্নাবান্নায় দক্ষ। কেউ নাচে-গানে পারদর্শী। কেউ সেলাই করা কাজে নিপুণ। এই গুণগুলো যে পারিবারিক সম্পদ, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এছাড়া সকলের দক্ষতা ও নৈপুণ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সংসারের কাজ ভাগ করে দিলে তা সহজে সম্পাদন হয় এবং কাজে শান্তি বজায় থাকে।

শক্তি ও সময়

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক মানবীয় সম্পদের মধ্যে সময় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এর পরিমাণ সকলের জন্যই নির্ধারিত-২৪ ঘন্টায় একদিন। একে সঞ্চয় করা যায় না বরং কোন না কোন কাজে ব্যবহার করা উচিত। সুষ্ঠু পরিকল্পনা দিয়ে মানুষ তার জীবনের সময়কালকে সদ্ব্যবহার করে সাফল্য অর্জন করে। তবে সময়ের এই সদ্ব্যবহারের সাথে ব্যক্তির কর্মশক্তির একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে। সময়মত এক ফোঁড় দিতে শক্তির যে ব্যবহার তা অসময়ে দশ ফোঁড় দেয়ার চেয়ে বেশি কার্যকর।

সময় সবার জন্য নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত তবে শক্তির পরিমাণ সবার এক নয়। শক্তিকে ব্যক্তির দৈহিক কর্ম ক্ষমতার উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। এটা শারীরিক ও মানসিক উভয়ই হতে পারে। শক্তি ব্যয় করার ক্ষমতা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কমবেশি হয়। তবে অভ্যাস ও অনুশীলন দিয়ে শক্তি ব্যয় করার ক্ষমতা বাড়ানো যায়। লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাই শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখা এবং দেহের ওজনের উপর অহেতুক চাপ সৃষ্টি না করে সময়মতো কাজ করা প্রত্যেকের জন্য বাঞ্ছনীয়।

পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহনশীলতা

মানবিক সম্পদকে দুভাগে ভাগ করা যায় যথা- ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত মানবীয় সম্পদ। একজন ব্যক্তির সহজাত ও অন্তর্নিহিত গুণাগুণকে ব্যক্তিগত মানবীয় সম্পদ বলে। দুই বা ততোধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে তৈরি হয় সমষ্টিগত মানবীয় সম্পদ। যেমন- পরিবারের সদস্যদের মধ্যেপারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সুসম্পর্ক।সদস্যদের মধ্যেপারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সুসম্পর্ক-এগুলো মানবীয় সম্পদ হিসেবে অস্বীকার করা যায় না। পারিবারিক জীবন একটি যৌথ জীবনপ্রাণালি। সদস্যদেরপারস্পরিক সহানুভূতি, ভালোবাসা, স্নেহমমতা, ভাবের আদান-প্রদান ইত্যাদি সবগুলো সম্পর্কই পারিবারিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হিসেব অবদান রাখে। এর ফলে অনেক সমস্যার সমাধান সহজে করা যায়। কোন পারিবারিক প্রচেষ্টাকে সফল করে তুলতে হলে পরস্পর সহযোগিতা ও ভালোবাসা একান্তভাবে কাম্য।

বস্তুগত সম্পদ

যে বস্তু বা জিনিস আমাদের চাহিদা মেটাতে সাহায্য করে তাকে বস্তুবাচক বা অমানবীয় সম্পদ বলে। কোন কোন বিশেষজ্ঞ এ সম্পদকে পার্থিব সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করেন।পরিবারে বস্তুবাচক সম্পদের বিস্তৃতি ব্যাপক ও জটিল।তবে এই সম্পদ সহজেই শনাক্ত করা যায়। একটি চামচ থেকে একটি বাড়ি, একটি পিন থেকে গাড়ি, আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম পর্যন্ত বস্তুগত সম্পদের বিস্তৃতি।

বস্তুবাচক সম্পদের মধ্যে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হল অর্থ। মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ নির্ভর করে অর্থের উপর। পরিবার চাহিদা পূরণের জন্য দ্রব্য ও সেবাকর্ম ক্রয় করে থাকে অর্থ দিয়ে। এই সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ করলে জীবনে স্বস্তি ও সন্তুষ্টি আনা যায়। তাই জীবনের প্রতিটি ধাপে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নিয়ে অর্থের সুষ্ঠু ও সঠিক ব্যবহার করা একান্ত আবশ্যক।

সামজিক সুযোগ সুবিধা যেমন- হাসপাতাল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হাট বাজার, পার্ক, লাইব্রেরি, জ্বালানি ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, পয়ঃপ্রাণালি, যাতায়াত ব্যবস্থা ইত্যাদি থেকে আমরা সেবা ভোগ করে থাকি। গৃহ ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকে এ সুযোগ সুবিধাগুলোকে অমানবীয় সম্পদ রূপে চিহ্নিত করা হয়।

মানবীয় ও বস্তুবাচক সম্পদের সম্পর্ক

মানবীয় ও বস্তুবাচক সম্পদ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও নির্ভরশীল। একটির ব্যবহার অন্যটির ব্যবহার ছাড়া সম্পন্ন হয় না। যেমন- বসত বাড়িতে ফল ও শাকসবজির বাগান করলে অর্থ বাঁচানো যায় বটে, তবে এ বাগান করতে গেলে সময় শক্তি, জ্ঞান ও আগ্রহের প্রয়োজন। আবার একটি প্রয়োজনীয় বস্তুগত সম্পদের ঘাটতি হলে অন্য একটি মানবীয় সম্পদ দিয়ে সে ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ একটি তৈরি পোশাকের মূল্য বাজারে অনেক বেশি বিধায় অনেকের পক্ষে তা ক্রয় করা দুঃসাধ্য। এক্ষেত্রে ব্যক্তি তার দক্ষতা ও পারদর্শিতা প্রয়োগ করে ঘরে বসেই সেই পোশাকটি তৈরি করতে পারে। এছাড়া যেকোন বস্তুগত সম্পদ সৃষ্টি বা তৈরি করতে অন্য মানবীয় সম্পদের প্রয়োজন রয়েছে। যেমন- একটি বাড়ি তৈরি করতে প্রয়োজন সময়, শক্তি, দক্ষতা ইত্যাদি। বাড়ি বস্তুগত সম্পদ এবং সময়শক্তি মানবীয় সম্পদ।

সারাংশ

পারিবারিক তথা মানুষের জীবনে মানবীয় ও বস্তুবাচক উভয় প্রকার সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের অন্তর্নিহিত বিভিন্ন গুণাবলিকে মানবীয় সম্পদ ও বস্তুর আকারে আমরা যা ব্যবহার করে থাকি তাকে বস্তুগত সম্পদ বলা হয়। লক্ষ্য অর্জনের জন্য এই উভয় প্রকার সম্পদের সঠিক ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।এই দুই প্রকার সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কযুক্ত ও পরস্পর নির্ভরশীল। গৃহ ব্যবস্থাপনার সাফল্য নির্ভর করে বস্তুত পরিবারের বিভিন্ন সম্পদ সম্পর্কে গৃহ ব্যবস্থাপকের সুস্পষ্ট ধারণা ও সচেতনতা এবং সম্পদের সঠিক বন্টন ও যথাযথ ব্যবহারের উপর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. পরিবারের সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব কী ধরনের সম্পদ?
(ক) সামাজিক সম্পদ (খ) রাজনৈতিক সম্পদ
(গ) মানবীয় সম্পদ (ঘ) অর্থনৈতিক সম্পদ

২. অমানবীয় সম্পদ– এর ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য?
(ক) দেখা যায় না (খ) স্পর্শ করা যায় না
(গ) স্পর্শ করা যায় (ঘ) শনাক্ত করা যায় না

৩. মানবীয় সম্পদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কোনটি?
(ক) এটি স্পর্শনীয় নয় (খ) এটি সহজে শনাক্ত করা যায়
(গ) এটি দেখা যায় (ঘ) এটি স্পর্শ করা যায়

৪. মানবীয় ও বস্তুবাচক সম্পদ পরস্পর–
(ক) বিপরীতমুখী (খ) সম্পর্কহীন
(গ) পরস্পর নির্ভরশীল (ঘ) পরিপূরক নয়

রচনামূলক প্রশ্ন

১. কয়েকটি মানবীয় সম্পদের নাম উল্লেখ করে তার বিবরণ দিন।
২. বস্তুবাচক সম্পদ কাকে বলে? বস্তুবাচক সম্পদের সাথে মানবীয় সম্পদের সম্পর্ক আলোচনা করুন।
৩. মানবীয় সম্পদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
৪. কয়টি বস্তুবাচক সম্পদের নাম উল্লেখ করে এর বর্ণনা দিন।
৫. মানবীয় সম্পদ কত প্রকার? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৬. টীকা লিখুন
(ক) বস্তুবাচক সম্পদ (খ) মানবীয় সম্পদ
(গ) মানবীয় ও বস্তুবাচক সম্পদের সম্পর্ক (ঘ) মানবীয় সম্পদের বৈশিষ্ট্য

উত্তরমালা ঃ

১। গ, ২। গ, ৩। ক, ৪। গ